গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা
সংসদ ও সমন্বয় শাখা
www.probashi.gov.bd

নং-৪৯.০০.০০০০.০১৫.০৯.০০১.১৭.৭৪ তারিখঃ ২৭/০২/২০১৮খ্রিঃ।

বিষয়ঃ কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো। প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ৭ মার্চ.২০১৮ তারিখের মধ্যে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

Rahman 29/2/18

(রুমানা রহমান শম্পা)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ-৯৩৪৯২৩০
dsparliament@probashi.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

০১। অতিরিক্ত সচিব (সকল) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০২। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা।
০৩। মহাপরিচালক, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা।
০৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বোয়েসেল, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা।
০৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা।
০৬। যুগ্মসচিব (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৭। উপসচিব (সকল)/উপপ্রধান, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৮। জনসংযোগ কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রাণালয়, ঢাকা।
০৯। সহকারী প্রোগ্রামার, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)
১০। অফিস নথি।

অনুলিপিঃ (সদয় অবগতির জন্য)

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সচিবের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী
ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

সভাপতি : মোঃ আমিনুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

স্থান : মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ

সভার তারিখ : ২২-০২-২০১৮

সময় : বেলা ১১.০০ ঘটিকা

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় গত ২৩-১১-২০১৪ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাক্রমে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহ:

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	যুবদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জে মেরিন টেকনোলজি ইন্সস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা	বাস্তবায়িত		
২.	নারায়নগঞ্জ মেরিন ইনস্টিটিউটকে মেরিন একাডেমীতে উন্নীতকরণ।	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি , নারায়ণগঞ্জকে একাডেমিতে রূপান্তর এবং এটিকে জনশক্তিকর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর অধ ীন দপ্তর হিসেবে রাখার যৌক্তিকতার বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ কনসেপ্ট নোট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষাধীন আছে।	নারায়ণগঞ্জ মেরিন ইন্সটিটিউটকে মেরিন একাডেমিতে রূপান্তরপূর্বক বিএমইটির আওতাধীন রাখা যাবে কিনা সে বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে।	যুগ্মসচিব (প্রশিক্ষণ)
৩.	বাগেরহাটে মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউট স্থাপন করা।	বাস্তবায়িত		
৪.	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা।	বাস্তবায়িত		
৫.	সিরাজগঞ্জে একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন	৪০ টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্রগ্রামে ১টি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ সদর ও কামারখন্দ উপজেলায় ২টি টিটিসি নির্মাণ কাজ চলমান আছে। এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০২০ পর্যন্ত। ২০১১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত এ প্রতিশ্রুতি দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালককে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। তাছাড়া মন্ত্রণালয় থেকে সরেজমিনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনপূর্বক পরবর্তী সভায় অগ্রগতি জানাতে হবে।	সিরাজগঞ্জে নির্মাণাধীন টিটিসিসমূহের কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে।	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অধিশাখা এবং বিএমইটি।

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবা... কর্তৃ...
১.	বিদেশে বাংলাদেশি কর্মীদের আরো অধিকহারে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালার আলোকে অন্যান্য যে সকল মন্ত্রণালয় ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে তাদের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অধিক হারে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করতে হবে।	<u>প্রশিক্ষণ কারিকুলাম যুগোপযোগীকরণ:</u> • NTVQF কারিকুলাম অনুযায়ী বর্তমানে ১৫টি ট্রেডে বিকেটিটিসি চট্টগ্রামে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে। এছাড়া শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকায় ILO-BSEP কর্তৃক NTVQF ও সিলেট কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে City & Guilds এর NTVQF কোর্সসমূহ চলমান রয়েছে সোলার ইলেক্ট্রিক্যাল সিস্টেম), গ্রাফিক ডিজাইন, মোবাইল সার্ভিসিং, মোটর সাইকেল সার্ভিসিং।(• NTVQF অনুযায়ী ও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে BMET এর আওতায় পরিচালিত স্বল্পমেয়াদী কোর্সসমূহের প্রশিক্ষণ কারিকুলাম যুগোপযোগী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ৮টি ট্রেড নির্বাচন করে আইএমটি টিটিসির/অধ্যক্ষ ও প্রশিক্ষকসহ ট্রেডভিত্তিক সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করে কারিকুলাম - যুগোপযোগী করার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।৮টি ট্রেড নিম্নরুপ: ১) মেরিন ডিজেল আর্টিফিসার ২) সিভিল কন্সট্রাকশন ৩) সিএনসি মেশিন অপারেশন ৪) ওয়েব ডিজাইন ৫) মিড লেভেল ম্যানেজমেন্ট ফর গার্মেন্টস ৬) অটোমেকানিক্স উইথ ড্রাইভিং ৭) ইলেকট্রিক্যাল হাউস ওয়্যারিং ও ৮) আর্কিটেকচারাল ড্রাফটিং উইথ অটোক্যাড। উক্ত কার্যক্রম বাংলাদেশ কোরিয়া টিটিসি ঢাকা ও চট্টগ্রাম, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, আইএমটি, ফরিদপুর এবং কুমিল্লা টিটিসিতে চলমান আছে। • উক্ত ট্রেডসমূহের প্রশিক্ষণ কারিকুলাম যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ইন্ডাস্ট্রিজ এক্সপার্টদেরকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।। প্রয়োজনে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডকে সম্পৃক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। • আইএলও এ কাজে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা করছে। এ সংক্রান্ত বিষয়ে আইএলও এর সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। • বিকেটিটিসি, চট্টগ্রামে ২০১৩ সালে ৩টি, ২০১৪ সালে ২টি, ২০১৫ সালে ২টি, ২০১৬ সালে ৫টি এবং ২০১৭ সালে ৫টি সহ সর্বমোট ১৭টি ট্রেডে বর্তমানে বিকেটিটিসি, চট্টগ্রামে NTVQF কারিকুলামে Level-১, ২ ও ৩ এ জানুয়ারি২০১৮/ পর্যন্ত সর্বমোট ৭,১০৭ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। • বিএমইটির আওতায় বর্তমানে ৬২টি টিটিসি ও ৬টি আইএমটি'র এর মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষ জনশক্তি তৈরীর লক্ষ্যে বিভিন্ন মেয়াদে NSDP (National Skill Development Policy) নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এ পর্যন্ত ৩৫০টি কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড প্রস্তুত করেছে। এই স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী অধিক চাহিদা সম্পন্ন ইলেক্ট্রিক্যাল, আরএসি, প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিংস, ওয়েল্ডিং, ওয়েব পেইজ ডিজাইন ইত্যাদি কোর্সে লেভেল ১, ২ ও ৩ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	ক) দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কারিকুলাম যুগোপযোগীকরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	ক) বিএম...

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• অস্ট্রেলিয়ার শ্রমবাজারে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি প্রেরণের লক্ষ্যে বিএমইটি ও অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ‘Career Austrialia’র সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>২.</td>
<td>বর্তমানে যে সকল ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন নতুন ট্রেডে এবং সংশ্লিষ্ট দেশের ব্যবহারিক ভাষা শিক্ষণের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে।</td>
<td>ক) <u>শ্রমবাজারের চাহিদা সংগ্রহ:</u>

বিদেশস্থ শ্রমবাজারের চাহিদা সম্বলিত তথ্যাদি শ্রম উইং ও এ মন্ত্রণালয়ের মিশন শাখা হতে সংগ্রহ করা হয়।

খ) <u>ভাষা প্রশিক্ষণ:</u>
• ২০১৪ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা প্রদানের পর থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত হংকংগামী কর্মীদের হাউজকিপিং কোর্সে ক্যান্টনিজ ভাষায় মোট ২১৩৯ জন, কোরিয়াগামী কর্মীদেরকে কোরিয়ান ভাষায় মোট ৫৪১ জন, ইংরেজি ভাষায় মোট ৬০৫ জন'কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

• জানুয়ারি ২০১৮ সাল
<table>
<tr><th>ভাষার নাম</th><th>টিটিসি'র সংখ্যা</th><th>প্রশিক্ষণের মেয়াদ</th><th>প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>ক্যান্টনিজ</td><td>৪টি টিটিসি</td><td>০২ মাস</td><td>১৪২ জন</td></tr>
<tr><td>কোরিয়ান</td><td>৩টি টিটিসি</td><td>০২ মাস</td><td>৪০ জন</td></tr>
<tr><td rowspan="2">জাপানিজ</td><td>বিজিটিটিসি</td><td>৬ মাস</td><td>১৬জন</td></tr>
<tr><td>প্রবাসী কল্যাণ ভবন</td><td>৪ মাস</td><td>২২ জন</td></tr>
</table>
• সম্ভাবনাময় শ্রমবাজারে কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে জাপানিজ ভাষা শিক্ষণ কোর্স শুরু করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশজার্মান - টিটিসিতে আইএম জাপান এর সাথে চুক্তির আওতায় চূড়ান্ত নির্বাচিত টেকনিক্যাল ইন্টার্নদের জন্য(৪+২)মাসব্যাপী নিবিড় প্রশিক্ষণ পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া অনগ্রসর জেলার কর্মীদের বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ভবনে ২২ জন প্রশিক্ষণার্থীর জন্য ০৪ মাস মেয়াদি জাপানি ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে।
• আরবি , ইংরেজি, জাপানিজ, চায়নিজ ও কোরিয়ান ভাষার প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে যা শীঘ্রই প্রাথমিকভাবে ১১টি টিটিসিতে চালু করা হবে। উল্লেখ্য, আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি টিটিসিতে ভাষা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধন করা হবে।

• আরবি, ইংরেজি, জাপানিজ, কোরিয়ান চাইনিজ (ম্যন্ডারিন) ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার জন্য খন্ডকালীন ভাষা প্রশিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।

গ) <u>নতুন ট্রেড চালুকরণ:</u>

• নির্দেশনা প্রদানের পর নতুন ট্রেড চালুর জন্য একটি স্টাডি করা হয়েছে। স্টাডি শেষে ১২টি ট্রেড চালুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। এই ট্রেডসমূহ চালুকরণে জনবল ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন রয়েছে বিধায় ২৭ টিটিসি সংস্কার প্রকল্পে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্প</td>
<td>ক) বিদেশস্থ শ্রমবাজারের চাহিদা ও নতুন ট্রেডের তথ্য শ্রম উইং হতে সংগ্রহ করতে হবে।

খ) সম্ভাবনাময় শ্রমবাজার চিহ্নিতপূর্বক উক্ত দেশের ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করার উদ্যোগ নিতে হবে।

গ) নতুন ১২ টি ট্রেড চালুর বিষয়ে সর্বশেষ অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td>
<td>ক) অভিবাসী কল্যাণ অনুবিভাগ, গবেষণা, আইন ও নীতিমালা এবং বিএমইটি।
খ) বিএমইটি

গ) বিএমইটি</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>প্রস্তাব জুন/২০১৭ তে এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণীর আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
ট্রেডসমূহ নিম্নরূপ:
১. ক্যাটারিং ২. প্লাস্টিক টেকনোলজি ৩. টেক্সটাইল টেকনোলজী ৪. স্ক্যাফোল্ডিং ৫. পলিশিং এন্ড আফোলস্ট্রি ৬. পেইন্টিং ৭. সিএনসি মেশিন অপারেশন ৮. ফুটওয়ার এন্ড লেদার প্রোডাক্ট ৯. বিউটিফিকেশন ১০. সোলার সিস্টেম ১১. মেকাট্রনিক্স ১২. এলুমিনিয়াম ফেব্রিকেশন।
প্রকল্প বাস্তবায়ন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হলে ট্রেড ও প্রকল্প ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদান করা সম্ভব হবে।
• নতুন ১২টি ট্রেডের মধ্যে সিলেট টিটিসি'তে ক্যাটারিং এবং যশোর ও নাটোর টিটিসি'তে প্লাস্টিক টেকনোলজি-এই দুটি ট্রেড ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে। অবশিষ্ট ট্রেডগুলো চালুর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>৩.</td>
<td>বাংলাদেশে বর্তমানে সর্বাধিক পরিমাণ কর্মক্ষম যুবশক্তি(Young Working Force)বিদ্যমান।
বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য এ যুবশক্তিকে দেশের উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। তাছাড়া, অনেক দেশে জন্মহার কমে যাওয়ায় কর্মক্ষম দক্ষ জনশক্তির সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। ঐ সকল দেশের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশের যুব শক্তির জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।</td>
<td><u>নিম্ন জন্মহারপ্রবণ দেশে কর্মী প্রেরণ:</u>
• বিশ্বের যেসব দেশে জন্মহার কম এবং কর্মক্ষম দক্ষ জনশক্তি দিন দিন কমে যাচ্ছে এরুপ ৫৩টি দেশে শ্রমবাজার অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ১২টি দেশ ভিজিট করে এবং ৪১ টি দেশ হতে তথ্য সংগ্রহ করে শ্রম বাজারের চাহিদা নিরূপণের কার্যক্রম চলছে। ইতোমধ্যে ১২টি দেশ ভিজিট সম্পন্ন হয়েছে। দেশসমূহ ভ্রমণের প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে সেশেলস দেশটিতে কর্মী প্রেরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
• আইএম জাপানের সাথে মন্ত্রণালয়ের MoU অনুযায়ী জাপানে বিনা অভিবাসন ব্যয়ে টেকনিক্যাল ইন্টার্ণ প্রেরণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১ম ব্যাচে ১৭ জন টেকনিক্যাল ইন্টার্ণ জাপানে গমন করেছে। ২য় ব্যাচে চূড়ান্ত নির্বাচিত ১৪ জন টেকনিক্যাল ইন্টার্ণ প্রেরণের লক্ষ্যে ২৮ অক্টোবর, ২০১৭ হতে তাদের ৬মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ বাংলা জার্মান টিটিসিতে শুরু হয়েছে। এপ্রিল ২০১৮ তে এ কোর্স সমাপ্ত হবে।
• জাপান, কোরিয়া, হংকং, চায়না প্রভৃতি দেশে কেয়ার গিভার পেশায় চাহিদা থাকায় সংশ্লিষ্ট দেশের চাহিদা অনুযায়ী কেয়ারগিভার পেশায় কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে ৬ মাস মেয়াদী কেয়ারগিভার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কেয়ারগিভার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালুর লক্ষ্যে Universal Medical College এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য চুক্তির খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।</td>
<td>১। জন্মহার কম এমন দেশের চাহিদা অনুযায়ী এদেশের যুবশক্তির জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পরিকল্পনা ও উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

২। কেয়ারগিভার পেশায় কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td>
<td>১) অভিবাসী কল্যাণ অনুবিভাগ, গবেষণা, আইন ও নীতিমালা অনুবিভাগ এবং বিএমইটি।

২।বিএমইটি</td>
</tr>
<tr>
<td>৪.</td>
<td>নারী অভিবাসন কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে। নারী অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান প্রশিক্ষণের মেয়াদ বাড়াতে হবে এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।</td>
<td><u>নারী কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি :</u>
<table>
<tr><th>বছর</th><th>নারী অভিবাসনের মোট সংখ্যা</th><th>গৃহকর্মী ছাড়া অন্য পেশায় গমনকারীর সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>২০১৫</td><td>১,০৩,৭০১</td><td>১১,২৬৫</td></tr>
<tr><td>২০১৬</td><td>১,১৮,১৫৮</td><td>৯,৯৬৯</td></tr>
<tr><td>২০১৭</td><td>১,২১,৯৪১</td><td>১৪,৭৩১</td></tr>
<tr><td>জানুয়ারি / ২০১৮</td><td>১২,২৪৯</td><td>১৭২০</td></tr>
</table></td>
<td>ক) গৃহকর্ম পেশার পাশাপাশি অন্যান্য শোভন পেশায় নারী কর্মীর অভিবাসন বৃদ্ধি করতে হবে।

খ) ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ মনিটরিং জোরদার করতে হবে।</td>
<td>ক) যুগ্মসচিব (প্রশিক্ষণ) ও বিএমইটি

খ) যুগ্মসচিব (প্রশিক্ষণ) ও বিএমইটি</td>
</tr>
</table>

		নারী অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি: • বাংলাদেশী নারী কর্মীদের আরো অধিকহারে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৬ সালে ৮৯,৩৩৫ জন মহিলা'কে এবং ২০১৭ সালে ৭৬,৪৭২ জন মহিলা'কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জানুয়ারি ৫৬৩৫ সালে ২০১৮/ জন মহিলা'কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। • ২০১৭ সালে হাউজকিপিং কোর্সে ৬২,৬৮৪ জন সৌদি আরবগামী মহিলা গৃহকর্মীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। • নারী কর্মীদের জন্য শোভন ও আকর্ষণীয় পেশা হিসেবে গার্মেন্টস ট্রেডে ৩৭টি টিটিসিতে ৬মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। • আন্তর্জাতিক মানের বিভিন্ন হোটেলে হাউজকিপিং পেশায় (হোটেল হাউজকিপিং) NTVQF Level-1 এ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা টিটিসিতে (ইন্ডাস্ট্রিজ এট্যাচমেন্ট ১৬০ ঘন্টা - থিওরী ৩৬০ ঘন্টা) সর্বমোট ৫২০ ঘন্টা মেয়াদি ২০১৬ সালে ১৭ জন এবং ২০১৭ সালে ১৮ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। • নারী কর্মীদের জন্য শোভন ও আকর্ষণীয় পেশা হিসেবে খুলনা মহিলা টিটিসি ও ঢাকাস্থ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা টিটিসিতে বিউটিশিয়ান কোর্স চালুর অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। • গৃহকর্ম পেশায় বাংলাদেশ কোরিয়া টিটিসি, মিরপুরে ই-লার্নিং এর মাধ্যমে ১২ দিনের প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে। অর্থাৎ বিদেশে গমনেচ্ছু নারী কমীগণ মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে ১৮দিন ঘরে বসে ই-লার্নিং সম্পূন্ন করার মাসের অবশিষ্ট ১২ দিন উক্ত টিটিসিতে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।তৎপ্রেক্ষিতে তাদের প্রশিক্ষণ সম্পুন্ন হলে বিএমইটি হতে সনদ দেয়া হয়। এ যাবৎ ৭৩৭ জনকে এ সনদ দেয়া হয়েছে। ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ মনিটরিং মন্ত্রণালয় ও বিএমইটি হতে এ বিষয়টি নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। মনিটরিং জোরদারকরণের জন্য ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কক্ষে Real Time Surveillance ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।		
৫.	দালাল ও অন্যান্য মধ্য-স্বত্বভোগীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীরা যেন দালালসহ অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে হয়রানি ও প্রতারণার শিকার না হন এবং জনগণ যাতে অবৈধ পথে বিদেশে যাওয়া চেষ্টা না করে সে সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। এজন্য তথ্য অধিদপ্তরের প্রচার মাধ্যম এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতা নিতে হবে।	বিএমইটি: • মধ্যস্বত্বভোগীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে সদর দপ্তর ও অধীনস্থ অফিসগুলো কর্তৃক জোর প্রচারণা চালানো হচ্ছে। ভিডিওডকুড্রামা , প্রদর্শন করা হয় এবং প্রতারিত কর্মীদের নিকট হতে অভিযোগ পাওয়া গেলে তাদেরকে আইনি পরামর্শ প্রদান করা হয়। এনফোর্সমেন্ট ও মনিটরিং অধিশাখাঃ • নিরাপদ অভিবাসন ও অভিবাসন ব্যয় কমানোর ক্ষেত্রে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত ২৩ সদস্য বিশিষ্ট (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ধর্ম মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, র‍্যাব, ইমিগ্রেশন পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি, কোস্টগার্ড, বিজিবি, এনএসআই, বায়রা ইত্যাদি) আন্ত:মন্ত্রণালয় ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স (VTF) দুর্নীতিগ্রস্ত রিক্রুটিং এজেন্সি, মধ্যস্বত্বভোগী, ট্রাভেল এজেন্সি, হজ এবং ওমরাহ এজেন্সির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে হচ্ছে।	ক) মধ্যস্বত্বভোগীদের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	ক) কর্মসংস্থান অধিশাখা, এনফোর্সমেন্ট ও মনিটরিং অধিশাখা এবং বিএমইটি।

		• মানব পাচারের কুফল ও বৈধপথে বিদেশ গমনে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন জনবহুল স্থানে বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে তাৎক্ষণিক আইনী প্রক্রিয়া চালু করার লক্ষ্যে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দেয়া হয়েছে। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে থাকে।		
৬	এ দেশের গরিব জনগণ যাতে কম খরচে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করতে পারে সে লক্ষ্যে অভিবাসন ব্যয় কমানোর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	<u>অভিবাসন ব্যয় হ্রাস:</u> • অভিবাসন ব্যয় হ্রাসের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক সৌদিআরবসহ যে ১৬টি দেশের Country Specific অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে তা বিএমইটি'র অধিন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ডিইএমও এর মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার চালানো হচ্ছে। • বিষয়টি Electronic ও Print Media-তে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। • বিএমইটির Facebook-এ এবং ওয়েবসাইটে সকলের অবগতির জন্য এই তথ্য আপলোড করা হয়েছে। • নিরাপদ অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্য প্রচারের জন্য এ সংক্রান্ত লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ করা হচ্ছে। এটা একটি চলমান প্রক্রিয়া। • বায়রা ও রিক্রুটিং এজেন্সীর অফিসে নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয়ের তালিকার প্রর্দশন বাধ্যতামূলক করে পত্র প্রদান করা হয়েছে। প্রচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ১৬ টি দেশের অভিবাসন ব্যয় যথাযথভাবে প্রচারপূর্বক জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।	কর্মসংস্থান অধিশাখা, এনফোর্সমেন্ট ও মনিটরিং অধিশাখা এবং বিএমইটি
৭.	প্রবাসী কর্মীগণ যাতে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে কম খরচে দেশে অর্থ প্রেরণ করতে পারে এবং তাদের প্রেরিত অর্থ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করতে পারে সে জন্য সীমিত পরিসরে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	**প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক :** প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে বাণিজ্যিক ব্যাংকে রূপান্তরের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। বিগত ১৪.০৩.২০১৭ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভায় প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে তফসিলি ব্যাংকে রূপান্তর এবং পরিশোধিত মূলধন বাবদ ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) কোটি টাকা অর্থ বিভাগ কর্তৃক এবং ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই মোতাবেক ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড থেকে গত ১৬.০৪.২০১৭ তারিখে ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২৫০ কোটি টাকার মধ্যে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের হিস্যা বৃদ্ধির বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত সচিব, অর্থ বিভাগের সভাপতিত্বে গত ০৮.১১.২০১৭ তারিখে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অতিরিক্ত পরিশোধিত মূলধন ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকার ৫% হিসেবে ১৫ (পনের) কোটি টাকা অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ছাড় করা হয়েছে। অত্র ব্যাংক ০৩.০১.২০১৮ তারিখে ১৫.০০ (পনের) কোটি টাকা প্রদানের জন্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে বিল দাখিল করেছে। সেই প্রেক্ষিতে পরিশোধিত মূলধন বাবদ সরকার কর্তৃক ০৯.০১.২০১৮ তারিখে ১৫.০০ (পনের) কোটি টাকার চেক প্রদান করা হয়েছে। এবং গত ১০ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক অবশিষ্ট ২৩৫.০০ (দুইশত পয়ত্রিশ) কোটি টাকা প্রদানের বিষয়ে অত্র মন্ত্রণালয়ে পত্র দেওয়া হয়েছে। সর্বশেষ গত ১৪ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর সভায় অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড থেকে ব্যাংকটিকে ১০০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়।	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে বাণিজ্যিক ব্যাংকে রূপান্তরের প্রাক কার্যাদি সম্পন্ন করতে হবে।	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

	প্রবাসী কর্মীদের সন্তানদের লেখাপড়ায় উৎসাহ প্রদানের জন্য বিদ্যমান শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম বাড়াতে হবে। যে সকল দেশে অধিক সংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী কাজ করে সে সব দেশে চাহিদার নিরিখে বাংলাদেশের পাঠক্রম অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	**যে সকল দেশে অধিক সংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী কাজ করে সে সব দেশে চাহিদার নিরিখে বাংলাদেশের পাঠক্রম অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সম্প্রতি ৪-৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত এ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শ্রম কল্যাণ সম্মেলন ২০১৮ এ অংশগ্রহণকারী বিদেশস্থ ২৯টি শ্রম উইংয়ের ৪০ জন কর্মকর্তার গঠনমূলক মতামত এবং** বাংলাদেশি কর্মী অধ্যুষিত **দেশের চাহিদার প্রেক্ষিতে সৌদি আরবের রিয়াদ ও জেদ্দায় ২টি স্কুল এবং ওমানের মাস্কাটে ১টি স্কুল স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক সমীক্ষার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।**	সৌদি আরব এবং ওমানে মোট ৩টি স্কুল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।	২। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অধিশাখা ও বিএমইটি।
৯.	বিদ্যমান শ্রমবাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের পাশাপাশি নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান করতে হবে এবং প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ ও সেবা নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে বিদেশস্থ শ্রম উইং-এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণকে অধিকতর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে।	ক) <u>নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান:</u> বিশ্বের যেসব দেশে জন্মহার কম এবং কর্মক্ষম দক্ষ জনশক্তি দিন দিন কমে যাচ্ছে এরুপ ৫৩টি দেশে শ্রমবাজার অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ১২টি দেশ ভিজিট করে এবং ৪১ টি দেশ হতে তথ্য সংগ্রহ করে শ্রম বাজারের চাহিদা নিরূপণের কার্যক্রম চলছে। ইতোমধ্যে ১২টি দেশ ভিজিট সম্পন্ন হয়েছে। সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে শ্রমবাজার অনুসন্ধানের চলমান গবেষণার প্রতিবেদন পাওয়ার পর তা প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) <u>বিদেশস্থ শ্রম উইং-এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের কার্যক্রম মূল্যায়ন:</u> বিদেশস্থ শ্রম উইং-এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ যাতে অধিকতর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ ও সেবা প্রদান করতে পারে সে লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গত ৪-৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ৫ দিন মেয়াদে শ্রম কল্যাণ সম্মেলন ২০১৮ আয়োজন করা হয়। উক্ত সম্মেলনে বিদেশস্থ ২৯টি মিশনের শ্রম উইংয়ে কর্মরত ৪০ জন কর্মকর্তা এবং নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত ৪ জনসহ মোট ৪৪ জন কে দেশের সবোর্চ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব ও কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ সম্মেলনটি কর্মকর্তাদের কাজে দক্ষতা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা যায়। তাছাড়া প্রতিমাসে মিশনে কর্মরত কর্মকর্তাদের কর্মকান্ডের মূল্যায়ন করা হয়।	ক) বিএমইটি শ্রমবাজার অনুসন্ধানের লক্ষ্যে চলমান গবেষণার উপর একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। খ) বিদেশস্থ শ্রম উইং-এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের কর্মকান্ড নিয়মিত মূল্যায়ন করতে হবে।	ক) বিএমইটি খ) মিশন অধিশাখা
১০	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন নবসৃষ্ট ১২টি শ্রম উইং এর মধ্যে যে ০৯টি শ্রম উইং-এ (ব্রুনাই, মিলান- ইটালি, গ্রীস, স্পেন, পি.আর. জেনেভা, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, থাইল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া) পদায়নকৃত কর্মকর্তাগণ এখনও সংশ্লষ্ট মিশনে যোগদান করতে পারেন নি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আগামী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে তাদের অনুকূলে কূটনৈতিক পাসপোর্ট প্রদানসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	বাস্তবায়িত		

২.০ বিবিধ:

সভাপতি বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দপ্তরগুলোতে প্রতিমাসে সভা করতে হবে এবং সভায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির উপস্থিতির ব্যবস্থা রাখতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। তাছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর নির্দেশনাসমূহের মধ্যে জনশক্তির প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন বিধায় প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত আলোচনার সুবিধার্থে প্রতি সভায় বিএমইটির প্রশিক্ষণ বিষয়ক উপযুক্ত প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

29.2.2016

(মোঃ আমিনুল ইসলাম)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।